Name of the study area: Rural, Mirzapur.
Data Type: IDI with Qualified and Unqualified human & animal drug seller
Length of the interview/discussion:
ID: IDI_AMR104_SLM_PQ_Bo_U_07 Dec 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	32	Honors	Seller	Qualified	4 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আমরা আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমরা একটা বিষয় নিয়ে গবেষনা করছি। সেটা হলো যে, মানুষ এবং বাসাবাড়িসমুহে যে ধরনের পশুপাখি আছে, সেগুলো বিভিন্ন কারনে অসুস্থ হয়। তো এই অসুস্থকালীন সময়ে আমরা কোথায় যাই, কি করি, কি ধরনের পরামর্শ গ্রহন করি, এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমি একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজী আছেন?

উত্তরদাতা:জ্বী। ওয়ালাইকুম আসসালাম।

প্রশ্নর্কতা:প্রথমে আপনি একটু আমাকে বলেন যে, আপনার দোকানটা কখন খোলেন, কি অবস্থা আমাকে একটু বিস্তারিত বলেন।

উত্তরদাতা:আমার দোকানটা সকাল নয়টায় খুলি। সাড়ে আটটা নয়টার দিকে খুলি। তারপর রাতে এগারটা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। মাঝখানে লাঞ্চ ব্রেক আছে। একটা থেকে

প্রশ্নর্কতা:একটা দোকান খোলার পরে কি কি এক্টিভিটি আপনারা পালন করে থাকেন?

উত্তরদাতা:এক্টিভিটি আমরা দেখি যে, দোকানে আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই আমরা আগে দেখি যে, আসলে দোকানে ময়লা আছে কিনা বা ফ্লোরে ময়লা আছে কিনা বা যে ডেস্ক থাকে সামনে বা আদারস। মোটামুটি আমরা ময়লার ব্যাপারটা, ময়লা, ডাস্ট যে বিষয়টা সেটা আগে দেখি। তারপর দোকানে আদারস ব্যাপারগুলি, দেখা গেছে র‍্যাকে ময়লা আছে কিনা, মানে টোটালি আরকি ময়লার ব্যাপারটা মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা আমরা আগে দেখি। দোকানটা খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই করি আগে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি এই পেশায় কতদিন ধরে আছেন?

উত্তরদাতা:এই

প্রশ্নর্কতা:এই সার্ভিসে কতদিন ধরে আছেন? যদি আমরা ঔষধ ব্যবসার কথা চিন্তা করি। এইটাতে আপনি কতদিন ধরে কাজ করতেছেন?

উত্তরদাতা:ব্যবসা, আমি ওয়ান ইয়ারস। ওয়ান ইয়ারস সামথিং।

প্রশ্নর্কতা: ওয়ান ইয়ারস সামথিং। আপনাদের এই দোকানটার বয়স কত?

উত্তরদাতা:এই দোকানটা বয়স ফাইভ ইয়ারস।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কখন শুরু করলেন আর বাকী চার বছর কে করলো?

উত্তরদাতা:আমি দুই হাজার ষোলর শেষ দিকে আরকি এখন এইযে দুইহাজার সতের এর শেষ দিক। ষোল এর মাঝামাঝি বা শেষ দিক থেকে শেষ দিকে আর এর আগে আমার বাবা এটা দেখাশুনা করতেন।

প্রশ্নর্কতা:এখানে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:এখানে হিউম্যান ঔষধ আছে তারপর সাথে এক্সট্রা হিসাবে আমার নিজেরও ভেটেরিনারি ঔষধ লাগে। যেহেতু আমিও কিছু শখের বশে পাখি লালন পালন করি। তো সে হিসাবে ভেটেরিনারি কিছু ঔষধও আছে।

প্রশ্নর্কতা তো এইযে দুই ক্যাটাগরির আপনি ঔষধ রাখছেন, সেক্ষেত্রে আমি জানতে চাইবো, কোন কোন ধরনের অসুখের জন্য ঔষধগুলো রাখা?

উত্তরদাতা:হিউম্যানের?

প্রশ্নর্কতা:হিউম্যানের।

উত্তরদাতা:হিউম্যানের আসলে

প্রশ্নর্কতা:হিউম্যানের

উত্তরদাতা:হিউম্যানের ব্যাপারে আমরা তো আসলে এই প্রেসক্রিপশনের ঔষধ রাখি। তারপর প্লাস স্বাভাবিক জ্বর ঠান্ডা এর জন্য যে ঔষধগুলো, এগুলো তো আসলে ফামাসিস্ট যারা বা দোকানদার যেই থাকে ডাক্তারের কাছে আসলে, আমাদের দেশে ঐ কালচার এখনো নেই যে জ্বর ঠান্ডার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবে বা ইয়ে যাবে। এজন্য আমি ইয়ে করি আর প্রেসক্রাইব যে ঔষধগুলো ঐগুলো মানে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করি রাখার।

প্রশ্নর্কতা:আর এনিমেলের জন্য? যেটা বললেন যে, পশুপাখির জন্য কিছু রেখেছেন?

উত্তরদাতা:পশুপাখির জন্য রেখেছি। আগেই বলেছি যে, আমার তো আসলে আমার নিজেরও আমি লালন পালন করি। তো আমার কিছু মেডিসিন লাগে। এজন্য আমি মেডিসিন রাখা। পশুপাখির আপনার টীকা জাতীয় কিছু নেই। টীকা দেওয়ার জন্য তো আসলে ভেটেরিনারি ডাক্তার দরকার। টীকার ব্যাপার, এগুলি নেই। ওরাল যেগুলি সলিউশন যেগুলি যেমন, পেটের সমস্যা, ক্যালসিয়াম তারপর এডিসনের মতো মানে ভিটামিন টাইপের বেশী আরকি। ভিটামিন টাইপের বিষয়গুলি তারপর কৃমির জন্য। তারপর সামান্য যে স্বাভাবিক যে ঠান্ডা, এটা টাইপের জিনিসগুলো। তারপর কিছু, পাখির জন্য কিছু মিনারেল উপাদান, মিনারেল ব্লক, ক্যালসিয়াম ব্লক এই টাইপের টোটালি এরকম এগুলা আমি বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলার মধ্যে কি কোনটা এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:না। আসলে পাখির এখানে তো আমার অল্প। খুবই অল্প। এখানে খুব বেশী না। এন্টিবায়োটিক আসলে পাখির এন্টিবায়োটিকের জন্য দেখা গেছে অনেক সময় আমরা বলে রাখি, পাখির ব্যাপারটা তো আমরা আসলে দোকানে ওয়ান ইয়ারস কিন্তু পাখির যে বিষয়টা মানে মেডিসিনের বিষয়টা, এটা আমার সেভেন ইয়ারস এক্সপেরিয়েন্স। মানে পাখির বিষয়গুলো দেখা গেছে যে, পাখি খায় অল্প। এর জন্য যদি আমি হিউজফুলি ভলিউম এন্টিবায়োটিকগুলি যেমন সিপ্রোসিনের মতো এন্টিবায়োটিকগুলি বড় হিউজ বড় ভলিউমের হয়। এগুলা পাখির জন্য কেউ কিনবেনা। এটা গরু বা ইয়ার জন্য করা যায়। সেক্ষেত্রে আমরা হিউম্যানের কিছু এপ্লাই করি। জাষ্ট সামান্য কিছু করে এপ্লাই করি। যে ওর ডোজ অনুযায়ী একজনে, যে দেখা গেছে একজনে কবুতর পালে। তাকে

যদি আমি পাঁচশো টাকার সিপ্রোসিন, সাড়ে তিনশো টাকার সিপ্রোসিনভেট দিই, হেভি এন্টিবায়োটিক দিই, সে নিবেনা। তার অল্প কবুতর। তো দেখা গেছে সেক্ষেত্রে আমরা হিউম্যানের সিপ্রোসিন, সেটারে ওর বয়স প্লাস ওর ওয়েট এর উপর ডিপেন্ড করে, আসলে তো ভেটেরিনারি ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়েটের উপর নির্ভর করে বেশী। বয়সটা তো থাকে, তার সাথে ওয়েটটাই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভেটেরিনারি সাইডে। ৫:০০

প্রশ্নর্কতা:কখন এই সিপ্রোসিনটা ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিনটা আমরা ইউজ করি মানুষের যেমন সিপ্রোসিন আপনার কুইনাইন গ্রুপের। এটা যেহতু মানুষের আমাশয়ের জন্য ইউজ করা হয় মুলত সিপ্রোসিনটা। তো আমরাও ওদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওদেরও যদি এরকম দেখা দেয়, ঐ ক্ষেত্রে আমরা কিছু ডোজ দিই। দেখা গেছে যে, পাতলা পায়খানার উপরে বেশী চলে গেছে। তখন আর পাতলা পায়খানা নেই, আমাশয়ের লেবেলে চলে গেছে বা মনে করতেছি যে, এটা ইয়ে। তখন আমরা সিপ্রোসিন ইউজ করি। তারপর ঠান্ডার জন্য কিছু মানে আমি যদি ডক্সিসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন ভেট আছে। ডক্সিসাইক্লিনভেটটা আমি দিই পাউডারটা। যেমন ডক্সিসাইক্লিনভেট ভেটেরিনারি ঔষধটাও আছে আমার কাছে। সেক্ষেত্রে ঐরকম দিই। আর কম হলে দেখা গেছে যে, হিউম্যানের ডক্সিসাইক্লিনটা ব্যবহার করি। যে অল্প ওর বডির সাথে এডজাষ্ট করে ঐরকম।

প্রশ্নর্কতা:এই ডক্সিসাইক্লনটা কি? কি ধরনের ঔষধ?

উত্তরদাতা:ডক্সিসাইক্লিনটা হচ্ছে আপনার এটা আসলে মানে এটা ডক্সিসাইক্লিন ইয়া গ্রুপের ঔষধ বলে। এটা কি, ডক্সিসাইক্লিনটা হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:সাধারনত এটা কিসের জন্য ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা সাধারনত যে মানুষের এই যে, হিউম্যানের যে গলাব্যথা বা ঠান্ডার জন্য অনেক সময় একনি, ব্রনের ক্ষেত্রেও ডক্সিসাইক্লিন ইউজ করা হয়। এটা

প্রশ্নর্কতা:এটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:হ্যা। ডক্সিসাইক্লিন অবশ্যই এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এখন একটা মানুষ, তার পশুপাখি থাকতে পারে। বা সে নিজেই অসুস্থ

উত্তরদাতা:টেট্রাসাইক্লিন দিই।

প্রশ্নর্কতা: টেট্রাসাইক্লিন দেন।

উত্তরদাতা:টেট্রাসাইক্লিন দিই মুরগির

প্রশ্নর্কতা:একটা মানুষ অসুস্থ হলো বা তার পশুপাখি যেটা আছে, সেটা যদি কোন ধরনের অসুস্থতায় ভোগে। তখন আপনার কাছে আসে। উনারা কিভাবে আসে? কি বলে এসে?

উত্তরদাতা:উনারা যখন এসে বলে, ভাই, আমাদের কবুতরটা বা আমি আসলে আমি বলে রাখি আগেই। আমি কিন্তু পশুর চিকিৎসা করিনা। পশুর কোন ট্রিটমেন্ট করিনা। কারন ঐটা আমি এক্সপেরিয়েন না।

প্রশ্নর্কতা:পশু বলতে?

উত্তরদাতা:পশু বলতে গরু ছাগল। এগুলি আমি কোন ট্রিটমেন্ট দিইনা। যেটা দিইনা সেটা আমি বলবো কেন। আমি শুধু এপ্লাই করি এই পাখি, যত ধরনের পাখি, উড়ন্ত পাখি। কবুতর, লাভ বার্ড, কাকতিল, ময়না, টিয়্ এই ধরনের যেগুলি পাখির উপর এটা মানে পাখির উপর আমি এক্সপেরিয়েন্স, এজন্য পাখিটাই আমি বেশী দেখি। গরু ছাগল এগুলোর ব্যাপারে আমি, আমার নলেজে ঐভাবে আমি যদি সেম ঔষধ, সেম ঔষধই ওদের ডোজটা বড় করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ডোজটা আমি জানিনান। ঐজন্য আমি ঐটা ইউজ করিওনা। ঐটা

প্রশ্নর্কতা:এইযে পাখিটার বললেন, এর সাথে কি পোল্ট্রিটাও সংযুক্ত?

উত্তরদাতা:পাখি, পোল্ট্রি আমাদের দেশে আসলে মানে হিউজ পরিমানে ঔষধ নাই যে আমরা এটা পশুর জন্য, এটা পাখির জন্য মানে আমি পাই নাই। আমি পাই নাই যেহেতু এটা বড় কোম্পানি। কিছু কিছু জিনিস আছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে একই জিনিস ইউজ করতেছে। একই ঔষধ রেনামাইসিন একটা মানে একটা টেট্রাসাইক্লিনের কথা বলা যায়। যারা ইউজ করে এটা পোল্ট্রি প্লাস পশু, সবার জন্যই ইউজ করা হয়। সেক্ষেত্রে তো আমাদের দেশে আলাদা করে পাখির জন্য বা ইয়ের জন্য আলাদা, বাইরে আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নাই। আমার জানামতে আরকি ওদের জন্য ট্রিটমেন্ট করার জন্য যে আলাদা ঔষধ দিবে, এরকম ঔষধ আমার জানামতে নাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অল্প তাও। খুব বেশী হিউজ ভলিউম না।

প্রশ্নর্কতা:একজন মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন উনারা এসে কি বলে? কি বলে? কিভাবে আপনার কাছে ঔষধ চায়?

উত্তরদাতা:দেখেন আমরা তো বলছি আমরা আসলে আমরাও জানি যে, আসলে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি নিষেধ। এন্টিবায়োটিকের নেক্সট জেনেরেশনের জন্য নেক্সট জেনেরেশনের জন্য যাতে ভালো হয়, এজন্য অযথা মানে খুব জানা, আপনাদের আইসিডিডিআরবিতেও একটা বিজ্ঞপ্তি আছে। ঐখানে দেওয়া আছে যে, আসলে যারা জানে, শুধু তারাই ইউজ করতে পারবে এন্টিবায়োটিক। অন্য কেউ ইউজ করতে পারবেনা। এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারে বলে রাখি, আপনাদের আইসিডিডিআরবিতেই আছে, যারা এক্সপেরিয়েন্স, তারা কিছু এন্টিবায়োটিক দিতে পারে। আমার মনে নাই ডক্সিসাইক্লিনটা সম্ভবত টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের। এই মুর্হুতে , আমি যেটা ঐ সময় আসলে মনে করতে পারি নাই,মনে করতে পারি নাই। ডক্সিসাইক্লিন টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপেরই। ঐটা আসলে ঐটার হিউজ পরিমান ব্যবহার আছে। আসলে রোগের ধরন, ইয়ার উপর ঐটার ডোজটা ইয়া করে। আর কি বললেন?
১০:০০

প্রশ্নর্কতা:একটটা মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন আপনার কাছে আসে। আপনি বলতেছিলেন। সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে আসে, কি করে এসে, কি ধরনের পরামর্শ চায়, একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতা:আসলে আমরা যারা ফার্মেসি বিজনেস করি, আসলে আমাদের নীতিমালায় আছে, আমরা আসলে হিউজ পরিমান যে, বড় যে অসুখ, ঔষধ, ঐ টাইপের ঔষধগুলো আমরা দিইনা। বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারটা। ঐটা দেখা গেছে আমাদের কাছে আসলে আমরা দেখি সাধরন জ্বর ঠান্ডা। এই টাইপের অসুখ নিয়ে আসে বা কেউ প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে প্রেসক্রাইব করা ডাক্তার যে ঔষধ দিয়ে থাকে, সেই ঔষধ আমরা দিই। আর যদি এমনি জ্বর, ঠান্ডা বা ইয়ার জন্য এন্টিসিষ্টামিন বা এনালজেসিক নাপা, এইচ প্লাস বা এই টাইপের ঔষধ যা, এগুলি আমরা এপ্লাই করে থাকি। বা গ্যাষ্ট্রিকের জন্য এন্টাসিড প্লাস সিরাপ ট্যাবলেট। এই টাইপের ইয়া করি। আর মানে যখন একটা লোক আসে, সে বলে যে, আমাদের কাছে আইসা তার অসুস্থতা। আমরা তার ব্যাপারটা শুনি। তারপর যদি আমাদের আসলে আমাদের নীতিমালায় পড়ে যে আমরা আসলে উনাকে দিতে পারবো, দিই। নাহলে ডাক্তারদের কাছে আমরা, ডাক্তারের পরামর্শ দিই। ডাক্তার দেখানোর জন্য পরামর্শ দিই।

প্রশ্নর্কতা:নীতিমালা বলতে কি ধরনের নীতিমালা?

উত্তরদাতা:নীতিমালা বলতে আমি এটাই বুঝাচ্ছি, দেখা গেছে আসলে মানে এন্টিবায়োটিক তো চাইলেই আমি ব্যবহার করতে তি পারবোনা। এটা ব্যাপক ইয়া এমাত্র ডাক্তার জানেন। একটা এমবিবিএস ডাক্তার রেজিষ্ট্রিকৃত ডাক্তার, উনিই জানেন এটার ব্যবহার। আর আমরা যাা ফার্মেসির ব্যবসা করি। আমরা অত পরিমান কোয়ালিফিকেশন বলতে কি, আমাদেরতো হিউজ পরিমান, আমরা তো

ডাক্তার না। আমরা ফার্মেসি বিজনেস করি। বাট আমাদের জন্য এই রিলেটেড দেখা গেছে আরএমপি, এলএমএফ বা ফার্মাসিস্ট। যেমন আমি ফার্মাসিস্ট করা। এদের আমাদের কোর্সগুলির মধ্যে এভাবেই বলা আছে। ফার্মাসিস্ট যে বাংলাদেশ ফার্মাসি কাউন্সিল, ঐভাবেই বলা আছে যে, আসলে ঐ মেজর ঔষধগুলি আমরা যাতে না দিই, ঐভাবে আমাদের শিখানো হয়েছে।

প্রশ্নর্কতা:মানুষ কিভাবে চায়? মানুষ এসে কি বলে? কখন আপনারা ঔষধ দেন তাকে?

উত্তরদাতা:মানুষ এসে বলে যে, আমার আজকে থেকে জ্বর বা মাথাব্যথা বা দেখে গেছে গ্যাষ্ট্রিকের প্রবলেম। এক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা তার গ্যাষ্ট্রিকের ইয়াটা চিন্তা করে যে আসলে তাকে কি দেওয়া যায়। আর হিউজ পরিমান আলসার টালসার টাইপের হলে তো আমরা, ঐটাতো আমরা ঐটাতো আমাদের আওতার মধ্যে পড়েনা। ঐটা ডাক্তার নিজেরই কিছু টেষ্ট করে তারপর ডাক্তার ঔষধ দিবো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে একটা হচ্ছে মুখে মুখে শুনেন। এবং মুখে মুখে প্রেসক্রিপশন আপনারা দিচ্ছেন। বা আপনারা পরামর্শটা দিচ্ছেন। আর কি কেউ আছে যারা এসে আপনাদের কাছে চায় বা মানুষের ভিতরে অন্যরকম কোন মানুষ আছে যে, যে কোন কিছু নিয়ে আসে?

উত্তরদাতা:অন্যরকম আসলে আপনি কি ড্রাগ এডিক্টের কথা বলতেছেন। এরকম আসে অনেকেই

প্রশ্নর্কতা:কিরকম?

উত্তরদাতা:এই খালি দেখা গেছে যে, গ্যাষ্ট্রিকের রেবিপ্রাজলের গ্রুপের ঔসধ নিয়ে আসলো। বা ইসমোপ্রাজলের গ্রুপের ঔষধ নিয়ে আসলো। যে এটা আছে কিনা। তারপর বা কিছু এলার্জি টাইপের ইয়া নিয়ে আসলো। মানে বিভিন্ন রকম। সেটা তো আসলে বলা যায়না। ঐ নির্দিষ্ট করে। দেখা গেছে অনেক সময় অনেক টাইপের ঔষধের খালি বক্স নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা:কারন কি?

উত্তরদাতা:নিয়ে আসে। দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে তো আসলে সবাই আমরা শিক্ষিতের হার অত বেশী না যে। এসে মুখে মুখে বলবে যে, আমাকে এটা দেন। সে এসে মুখে মুখে বলবে, আমাকে এটা দেন। ঐভাবে নাই। আমার যা এনালাইসিস, আমার এনালাইসিস ভুল হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:না, না। যেটা আপনি দেখতেছেন।

উত্তরদাতা যেটা আমি দেখতেছি, দেখা গেছে বলতে পারছেনা যে আমাকে, যাকে ডাক্তার ঔষধ দিছে, সে বলতে পারছেনা যে, আমাকে এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের ঔষধ দেন বা সেফিক্সিম গ্রুপের ঔষধ দেন। বা মোক্সাসিল বা ফাইমক্সিল গ্রুপের ঔষধ দেন। বলতে পারতেছেনা বা ঐটার ট্রেড নেমও বলতে পারছেনা। সেক্ষেত্রে সে নিয়ে আসে। আমরা ঐটা দেখে ঐটার সাথে মিলায়ে ঔষধটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা নিয়ে অসার কারনটা কি? ঐ যে খাপটা নিয়ে আসে, এইযে বললেন ট্যাবলেটের একটা কাগজ বা ক্যাপসুলের একটা পাতা, এটা নিয়ে আসার কারনটা কি? একটা বললেন শিক্ষিতের বিষয়। যে পড়াশোনা জানেনা, ঐটার নাম বলতে পারছেনা। আর কি কোন কারন আছে? ধরেন এন্টিবায়োটিক এর যখন খাচ্ছে, তখন তো একটা ডোজের বিষয় থাকে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক একটা নির্দিষ্ট সময় চলবে। সাতদিন চৌদ্দদিন এটা ডাক্তার লিখে দিবে। এবং ঐ ডোজ পর্যন্ত ও খাবে। এটাই হচ্ছে মানে এন্টিবায়োটিক এর ডোজ। ঐ ডোজ পর্যন্ত ভালো হয়ে গেলেও, সে যদি সাতদিনের ঔষধ থাকে, তিনদিন খাওয়ার পর যদি সে সুস্থ বোধ করে,তারপরও তাকে সাতদিন খেতে হবে। যদি সাতদিন লেখা থাকে ডাক্তারে। ১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে যে উনারা যে এই কাগজটা যে নিয়ে আসতেছে। একটা এন্টিবায়োটিক এর কাগজ নিয়ে আসলো। তাহলে সে কি ডাক্তারের কোর্সটা কমপ্লিট করার পরও আবার খাচ্ছে? আমার বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন কি বলতে চাচ্ছি। আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে মানুষজন আইসা , সেটা হলো যে তারা খাপ নিয়ে আসলো। তাহলে কি ডোজটা কমপ্লিট করার পরও খাচ্ছে ঔষধটা? আপনাদের অবর্জাভেশনটা কি? আপনারা কি দেখতে পান?

উত্তরদাতা:না। আমরা

প্রশ্নর্কতা:তাহলে মানুষ যে তাহলে ঐযে খাপটা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন এর বাইরেও ঔষধ চাচ্ছে, আমি এটা জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা:না। আমরা আসলে যখন এটা এভাবে ঔসধ এন্টিবায়োটিক বা খাপ নিয়ে আসে, তখন আমরা জিজ্ঞেস করি। মানে মুখে জিজ্ঞেস করি, এটা আসলে কি আপনি খাচ্ছেন? কেন খাচ্ছেন? কে দিচ্ছে?মানে আমাদের যে একটা নৈতিক দায়িত্ব, দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি যে একজনতে ঔষধ দিবো, সে কেন খাচ্ছে, কিভাবে খাচ্ছে, সেটা কি সে ফিজিশিয়ান দিছে কিনা তাকে। সেটা কি সে ঐ অনুসারে খাচ্ছে কিনা। সেটা আমরা জিজ্ঞেস করি জাস্ট মানে যে এটা কি সে কন্টিনিউ করছে কিনা। মানে দেখা গেছে, কিছু লোক দেখা গেছে এরকম যে, ইয়া টাইপের। স্টেরয়েড টাইপের ঔষধ খাচ্ছে। নিয়ে আসে অনেক সময়। আমরা এমনও রোগী পেয়েছি যে কিছু ডাক্তার দেখা গেছে স্বল্প সময়ের জন্য তাকে স্টেরয়েড দিছে। সে এটা খেয়ে মানে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, আমি যেটা দেখছি। যে স্টেরয়েড দিছে ডাক্তার উনাকে। গ্রুপের। এটা সে বেটার অনুভব করছে দেখে ডাক্তার খাওয়ার পরেও খাচ্ছে। কিছু রোগ রোগী এরকম হচ্ছে। যে আমি ডেক্সামেথাসোম খেলে একটু ভালো অনুভব করবে।

প্রশ্নর্কতা:কি নাম?

উত্তরদাতা:ডেক্সামেথাসোম।

প্রশ্নর্কতা:ডেক্সামেথাসোম

উত্তরদাতা:এই গ্রুপের টাইপের খেলে দেখা গেছে অনেকের স্বাস্থ্যের জন্য খায়। তখন আমরা জিজ্ঞেস করি আসলে এটা খাওয়া, স্টেরয়েড এটা খাওয়া দীর্ঘটাইম, এটা কন্টিনিউ করা উচিত না। তারপর এন্টিবায়োটিকের ব্যাপারটাও বলে দিই। যে এটা আসলে আপনার ডাক্তার যদি প্রেসক্রাইব করে, আপনি যে সময়টুকু দিবে, ঐ সময় পরে এটা স্টপ। এটা আর চলবেনা। তারপর যদি আবার এটা চলে মানে খেতে হয় তাহলে আবার ডাক্তারেক দেখিয়ে এটা আবার কন্টিনিউ করতে হবে। এভাবে আমরা বলি আরকি। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এটা আমরা বলি।

প্রশ্নর্কতা তো এইযে আপনার এই লাইনে অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন ধরে যে মানুষ ঔষধ নিচ্ছে । এর সাথে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার কি বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা আমরা দেখছি আসলে ডে বাই ডে আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপর এই ডে বাই ডে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরও একটামানুষের এখন কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এরকম পেয়েছি যে মানে আমি বলি, এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারটা এখন কিছু কিছু মানুষ, আগে একটা সময় ছিল যে, দিলেই খেতো। এখন কিছু কিছু মানুষ এন্টিবায়োটিক এর কথা বললেও দেখা গেছে বিভিন্ন প্রাচার প্রচারনা বা টিভিতে দেখানোর কারনে মানুষ কিছুটা, খুব বেশী না। তার পারসেন্টেজ আমি বলতে পারবোনা। কিছুটা লোক বলে যে, ভাই, এন্টিবায়োটিক খাবো। এটা ক্ষতি হবে কিনা। এই কোশ্চেনটাও আমরা মুখোমুখি পড়ি অনেক সময়। অনেকেই বলে আরকি। তার পরিমান খুবই অল্প। বলে যে, এটা খাবো কিনা। এটা খায়লে কি হবে মানে কিছুটা আগের চেয়ে আমার মনে হয় যে, কিছুটা সচেতন মানে খুব বেশী না হলেও কিছুটা হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কি আগে যেমন আজ থেকে যদি দশ বছর আগের কথা চিন্তা করেন তার প্রেক্ষাপটে কি এখন কি বাড়ছে নাকি কমছে?

উত্তরদাতা:দশ বছরের মানে ঐ হিসাব করলে বাড়ছে ব্যবহারটা। দেখা গেছে যে, আগে তো এত পরিমানে এন্টিবায়োটিক আমাদের দেশে লাউঞ্জ করা হয় নাই। ডে বাই ডে যত এন্টিবায়োটিক বের হচ্ছে। ডে বাই ডে যত এন্টিবায়োটিক ডেভেলপ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের দেশে অত এন্টিবায়োটিক ছিলনা। আগে সাধারনত আমরা দেখছি যে, এন্টিবায়োটিক অত ব্যবহারও ছিলনা। দেখা গেছে জ্বর ঠান্ডায় এনালজেসিক টাইপের ঔষধ নাপা বা এই টাটইপের ঔষধ খেয়ে ভালো হয়ে যপাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই এন্টিবায়োটিক এর অপব্যবহার হোক, আর ইয়া হোক, দেখা গেছে যে, হয়তো মানে খায়ছে। খাওয়ার প এখন দেখা গেছে যে, অনেকেরই জ্বর ঠান্ডার জন্য এন্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে। এটা অপব্যবহার হয়ছে অবশ্যই। তারপর কিছু লোক সচেতন হয়ছে আসলে।বলতেছে যে, এন্টিবায়োটিক খাবো মানে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারেও ওরা বলতেছে যে মানে আগের চেয়ে কিন্তু বাড়ছে, কমে নাই। ডে বাই ডে বাড়ছে। দেখা গেছে ব্যবহারও বাড়ছে। দেখা গেছে ্ই কারনে এন্টিবায়োটিক, সামান্য জ্বর, ঠান্ডায় এন্টিবায়োটিক অনেকের লাগে।

প্রশ্নর্কতা:কারন কি?

উত্তরদাতা:এই যে আগে এন্টিবায়োটিক ওরা খাওয়ার পর ওর এন্টিবডি এখন ওর বডিতে এখন এন্টিবায়োটিকটা এষ্টাবলিশড করে ফেলছে। এখন দেখা গেছে ঐ গ্রুপটা আর কাজ করবেনা। এই গ্রুপটা দেখা গেছে, ওর বাবা মা অযথা এন্টিবায়োটিক খায়ছে। যে আমরা ট্রেনিঙেও দেখছি। আমাদের বলছে যে, আসলে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা এরকম। কেউ যদি যে সামান্য জিনিসের কারনে যদি এন্টিবায়োটিক খায়, তাহলে দেখা গেছে যে, তার নেক্সট জেনেরেশনে দেখা গেছে যে, সে যদি অসুস্থ হয়, তার বডিতে ধরবেনা। কাজ করবেনা। দেখা গেছে কেউ অনেকদিন ধরে এমোক্সিসিলিন টাইপের ঔষধ খায়ছে। এখন দেখা গেছে তার জ্বর, ঠান্ডায় এমোক্সিসিলিন এটা ধরবেনা। তাকে এটা এক স্টেপ বাড়ায় দিতে হবে বা একটা সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ঔষধ দিতে হবে। কারন সে এটা ইচ্ছামতো ব্যবহারের কারনে এটা ধরছেনা। সেফালোস্পোরিন গ্রুপের দিকে যেতে হচ্ছে বা আদারস ঐ টাইপের যায়তে হচ্ছে। আবার কেউ স্টেরয়েড খায়ছে, স্টেরয়েড খাওয়ার কারনে দেখা গেছে, এই লোকটা যখন হসপিটালে যায়, তার স্টেরয়েড আশির নীচে। এজন্য দেখা গেছে স্টেরয়েড তো সবার জন্য না। তখন এর চেয়ে আরো বেটার টাইপের মানে ইয়ে দিতে হচ্ছে আরকি তাকে। ২০:০০

প্রশ্নর্কতা:এইযে এন্টিবায়োটিক মানুষ খাচ্ছে, তারা যখন আপনাদের কাছে আসে, আপনারা যখন দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কি আপনারা এটাকে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ বা এক ধরনের কনসার্ন মানে উদ্বেগ মনে করেন কিনা যে এই ঔষধটা সে খাচ্ছে?

উত্তরদাতা:মানে এটা খাওয়ার পর সে ভালো হবে, এরকম? না। আসলে গ্যারান্টি দিয়ে কেউ অসুখ ভালো করে, এটা আমার জানা নেই। আমার জানা নেই যে, আমাদের কোন ডাক্তারও বলবে যে, এটা খেয়ে আমি পাইনি কাউকে যে, এটা খেয়ে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট ভালো হবেন। সেটা তার বডিতে নাও কাজ করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা সেটা কি আপনারা যখন দেন, আপনারা কি ঐ বিষয়গুলি কি চিন্তা করেন কিনা। যে সেটা তার জন্য কতটুকু এফেক্টিভ হবে বা হবেনা।

উত্তরদাতা:আসলে আমি তো বলেছি আমাদেরতো নীতিমালা আসলে এন্টিবায়োটিক ঐভাবে চলেনা। আসলে আমাদের দেয়ার মধ্যে পড়েনা। আমরা দিইনা আসলে সচরাচর। মানে সচরাচর কি বেশীরভাগ সময় দিইনা। ডাক্তার লিখে দেয়। তারপর আমরা আসলে এই ব্যাপারে মানে আমি আমার ব্যাপারটা বলি। আমি আমার ব্যাপারটা আমি আসলে এন্টিবায়োটিক সচরাচর খেতে উৎসাহিত করিনা আমরা। আমরা বলি ডাক্তারের কাছে, তারপরও যদি অপারগ হয় যে, দেখা গেছে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বা আমি নিজেও ফার্মাসিউটিক্যালে আছি অনেক বছর ধরে। তো দেখা গেছে যে, হালকা এন্টিবায়োটিক, একচুয়ালি চলেনা। একচুয়ালি চলেনা তারপরও হালকা এন্টিবায়োটিকগুলি যদি তাকে দেওয়া যায়, এরকম চিন্তা করি। আগে চিন্তা

করি নাই আসলে। তার বডিতে এটা যাবে কিনা। তারপর এন্টিবায়োটিক এর কিছু সাইড এফেক্টও আছে। ব্যাপারও আছে। ওর সাথে রিলেটেড।

প্রশ্নর্কতা সেক্ষেত্রে কি যখন তাদের এগুলো বলতেছেন তখন কি তাদেরকে কত মাত্রায়, কত ডোজ, এই বিষয়গুলো কি আপনারা বলেন কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমরা অবশ্যই, মাত্র তো আমরা বলবোই। আমরা যারা ফার্মাসিস্ট, আমাদেরতো আসলে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে দেয় ঠিকই। কিন্তু মাত্রাটা সে কখন খাবে, কয়বেলা খাবে। সে মানে এটা কি তার দিনে চারবার খাবে তিনবার খাবে নাকি দুইবার খাবে, এগুলি তো আমরা প্রেসক্রিপশন দেখে ডাক্তারকে যেভাবে ডাক্তারে ডিরেকশন দিয়ে গেছে, এভাবে বলি। যে এভাবে প্রেসক্রিপশন দেখে বলে দিই, এটা তিনটাইম বা দুই টাইম খাবে। এরকম আমরা বলে দিই। আমরা বলে না দিলে আসলে এটাতো আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা বলে দিই, ডাক্তারতো লিখে দিবে। আমরা রোগীকে ওরাল, মৌখিকভাবে বলে দিই। বা অনেক সময় দেখা গেছে অনেক সময় কি, আমরা যদি ঔষধের পরিমান বেশী হয় আমরা কাগজ দিয়ে কেটে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এটা তিনবেলা হলে এভাবে ডিরেকশন আমরা লিখে দিই। যে এটা বা দেখা গেছে

প্রশ্নর্কতা:পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টের বিষয়গুলো বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। রেজিস্ট্যান্টের বিষয়টা আমরা বলি। আমরা বলি অনেক সময় দেখি যে, তার বডি দুর্বল। তাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়ছে। দেখা গেছে আমরা বলি, আমরা বলি যে, আসলে এটার এইযে সে পানির পরিমান বেশী খাবে। ফলমুলের একটা ব্যাপার বলি। তারপর ডাক্তার অনেক সময় এন্টিবায়োটিক এর সাথে ভিটামিন এড করে দেয়। যাতে রোগী উইক হয়ে না যায়। অনেক রোগী এন্টিবায়োটিক খেলে মাথা ঘুরায় তারপর যেমন এই ইয়ে গ্রুপের ঔষধ আছে। কিছু গ্রুপের ঔষধ আছে যেগুলো খেলে তার পেটে সমস্যা হতে পারে। বা ইয়া। তখন আমরা বলি যে, যদি সমস্যা বোধ করে সে ডাক্তারকে রিপিট করে আবার যাবে। যে এটা খেলে তার কি হয়। কিন্তু বন্ধ করা যাবেনা। বাট ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে, আমি আসলে এটা খেলে যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন খেলে একটু, তার উইকসেন আছে। মাথা ঘুরায়। ডাক্তার দিছে। তখন আমরা বলি আসলে ডাক্তারকে আবার বলেন। আমরা তো ঔষধ বন্ধ করার মতো অথোরিটি রাখিনা। ডাক্তার দিছে যেহেতু আপনাকে, ডাক্তারকে বললে উনি হয়তো তাকে বলবে এটা।

প্রশ্নর্কতা:কোন ধরনের রোগীগুলো বেশী আসে আপনার কাছে? কোন কোন রোগ নিয়ে আসে?

উত্তরদাতা রোগ তো আসলে বিভিন্ন ধরনের রোগী আসে আসলে। যেটা আমাদের সম্ভব হয়, সেটা আমরা দিই। যেটা আমাদের মধ্যে পড়ে, নাহলে তো আমরা ডাক্তারের কাছে পাঠাই। আর কি টাইপের, জ্বর, ঠান্ডা তারপর পেটের সমস্যা। যেমন এখনকার কথাই বলি। যেমন, এইযে শীতকালে, এখন যে উইন্টার সিজন। এখন দেখা গেছে পেটের সমস্যা, জ্বর, ঠান্ডা, সিজন চেঞ্জের একটা ব্যাপার। সিজনাল এলার্জি, ব্যাপারটা যেটা এখণ, এই রোগীগুলো দেখা যাচ্ছে এখন বেশী আরকি। তারপর বডিতে যে স্ক্যাভিস বা চুলকানি টাইপের ইয়াগুলি হচ্ছে। এলার্জি টাইপের যে ঔষধ, এগুলি হচ্ছে, এলার্জি হচ্ছে। এগুলি ব্যাপারগুলি এখন একটু বেশী দেখা যাচ্ছে শীতকালে। ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:বয়সের কথা যদি চিন্তা করি কোন বয়সের মানুষজন বেশী আসে?

উত্তরদাতা:আসলে বয়স তো ঐভাবে বয়স তো বিভিন্ন টাইপেরই আসে। আসলে ঐভাবে এক্সাক্ট করে বয়স,ঔষধের দোকানে তো বিভিন্ন টাইপের লোকই আসে। কম বয়স, বেশী বয়সের। তো দেখা গেছে শিশুর ব্যাপারটা হলো সেভাবে আমরা একটু খুব ভালোভাবেই শিশু আর বিশেষ করে বৃদ্ধ হলে। ওদের বডিতে আমরা জানি ওদের বডিতে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এটা আমরা জানি। এজন্য আমরা শিশু আর বৃদ্ধ, এই ব্যাপারটা আমরা খুবই মানে কি বলে এটাকে, খুবই এমফাসিস মানে জোর দিয়ে আমরা চিন্তা করি যে, আসলে এটা দেওয়া যাবে কিনা। আর যদি দেওয়া না যায়, একান্তই দেওয়া না যায়, তখন আমরা ডাক্তারের কাছে পরামর্শর কথাই বলি আসলে। বয়স্ক রোগী দেখা গেছে, শ্বাস কষ্ট। শ্বাস কষ্ট যদি নেবুলাইজেশন তার যদি ডাক্তার লিখে থাকে,

সেক্ষেত্রে তাকে আমরা নেবুলাইজেশন দিই। ঐ মাত্রা যে অনুযায়ী লিখে ওরা। এই ইয়ে করি। আর হচ্ছে দেখা গেছে অতিরিক্ত পরিমান সমস্যা হলে আর আমরা রাখিনা। এই দুই টাইপের লোকদেরতো বডিতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমই থাকে।

প্রশ্নর্কতা:একটা রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না, এটা এই সিদ্ধন্তিটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:এই সিদ্ধান্তটা আসলে নিই অনেক সময় দেখা গেছে যে, আমরা প্রথমেই জ্বর, ঠান্ডার জন্য আমরা এন্টিবায়োটিক দিইনা। একটা রোগী যখন আসে প্রথম, আমরা তাকে দেখা গেছে জ্বর ঠান্ডার জন্য এন্টিহিস্টামিন বা ঐ প্যারাসিটেমল টাইপের। এন্টিহিস্টামিন প্যারাসিটেমল টাইপের দেখি যে, দুইতিনদিনে জ্বর, ঠান্ডা ভালো হয়েই যায়। দুইতিনদিন, তিনদিন চারদিন পর্যন্ত হয়তো স্টে করতে পারে। তো বলে দিই আরকি কিভাবে থাকবে। জ্বর, ঠান্ডার জন্য ধুলাবালিতে অনেকের, ধুলাবালির কারনে জ্বর, ঠান্ডার ব্যাপারটা আসে একসাথে। আবার দেখা গেছে পরিশ্রম করলে জ্বর আসে। সেক্ষেত্রে আমরা সাধারনত এনালজেসিকেরটাই দিই। আমরা এন্টিবায়োটিক দিইনা। প্রথম তিনচারদিন রোগীকেও আমরা ঐভাবে উৎসাহী করিনা। যে আজকে জ্বর আসছে। আজকে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে, এরকম না। আমরা এগুলি দিয়ে এপ্লাই করি। তিনচারদিন যাওয়ার পরে বা আরো যদি জ্বরের পরিমান আরো বেশী থাকে, ডাক্তারের কথা বলি। যে আসলে বেশী হলে তো আবার কিছু ব্লাড টেষ্টের ব্যাপার আছে। ম্যালেরিয়া টাইফয়েড তারপর ডেঙ্গু একটা ব্যাপার। রিসেন্টলি কয়দিন আগে

প্রশ্নর্কতা:চিকনগুনিয়া

উত্তরদাতা:চিকনগুনিয়া নামের জ্বরের একটা ব্যাপার ছিল। ঐটা তে তো আসলে এন্টিবায়োটিক দেয়না। ঐটাতে এমনি এনালজেসিক দেওয়া হয়। এরকম আসলে কনফার্ম করার জন্য আমরা বলি যে, টেষ্ট করার জন্য, ডাক্তারকে দেখানোর জন্য। দেখিয়ে টেষ্ট করে উনি যেটা

প্রশ্নর্কতা:কাকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আসলে আমরা কাউকেই, বেশীরভাগ প্রেসক্রাইবড লোককেই আমরা এন্টিবায়োটিক দিতে উৎসাহী বেশী। যারা প্রেসক্রাইব, ডাক্তার প্রেসক্রাইব করছে, তাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া আমরা সেফ মনে করি। ঐটাতে আর, ডাক্তার প্রেসক্রাইব করছে। ঐটাতে আর আমার ইয়া রয়লোনা। ডাক্তার নিজেই পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনা চিন্তা বা ইয়া করার ইয়া নেই। আর আমাদের যেটা যে উনি ভুল সিদ্ধান্ত, তাও আমাদের কোন মানে ডাক্তার দিয়েছে যেহেতু ঐখানে সিদ্ধান্ত ঐঠাই কনফার্ম। আমাদের উপর কোন বর্তায়না। আমরাও কনফার্ম হতে পারি যে, ডাক্তার দিছে এটা।

প্রশ্নর্কতা:মানুষজন কি এসে আপনার কাছে এটা চায়?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক চায় বলতে দেখা গেছে কিছু লোক এরকম আমাদের দেশে যে কি বলে, কিছু লোক এরকম থাকে। এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারটা এরকম পাইছি। আবার ইয়ের ব্যাপারটাও, এলার্জির ব্যাপারটা। যে অমুকে খায়, গ্যাষ্ট্রিকের ব্যাপারে। এই তিনটা ব্যাপার আমি পাইছি। এন্টিবায়োটিক, এর্লাজি, বিশেষ করে এর্লাজি আর গ্যাষ্ট্রিকের ব্যাপারটা আমি পেয়েছি। দেখা গেছে, ভাই, অমুক এটা খেলে ভালো হয়। ভাই, আমাকে এটা দেন। এটা গ্যাষ্ট্রিকের ব্যাপারটা আমি দেখছি বেশী। এলার্জির ব্যাপারটাও কিছু কিছু দেখছি আমি। যে ভাই, এটা অমুকে এটা খায়ছে। তারপর আমরা বলি যে, অমুকের বডিতে এটা কাজ করছে। আপনার বডিতে এটা কাজ করবে, এটা তো কনফার্ম করে বলা যায়না। আপনার বডিতে এটা, আমরা নিরুৎসাহিতই করি এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারটা আরকি। যে এটা আসলে খাবেন কেন, এটাতো আপনার জন্য সামান্য জ্বর, ঠান্ডা। তো এন্টিবায়োটিক এর কথা বলে। এসে দেখায় যে, এটা খায়ছে বা অনেকে আইসা, কিছু কিছু লোক আবার আইসা বলে, চায়ও যে, এমোক্সিসিলন টাইপের এন্টিবায়োটিক চায়। তারপর আবার এটাই চায় বেশী। তারপর অনেকে, কিছু আছে যারা দেখা গেছে যে, হয়তো মনে করে নিজেকে, সে নিজেকে মনে করে, সেফিক্সিমও চায়। চায়, তখন আমরা বলি, জিজ্ঞেস করি যে, আসলে কেন খাবেন সেফিক্সিম। এটা কি ডাক্তার আপনাকে দিছে নাকি আপনি নিজেই খাচ্ছেন? এটা আমরা জিজ্ঞেস করি আসলে। আমাদের যেটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, আমরা জিজ্ঞেস করি । কেন খাচ্ছে, কয়দিন খাবে

প্রশ্নর্কতা:তো এন্টিবায়োটিক এর যে দাম, এটা একটা ঔষধের যে দাম, যে পরিমান পয়সা দিয়ে মানুষ ক্রয় করে, সে পরিমান উপযোগীতা কি মানুষ পায়?

উত্তরদাতা:সেটাতো গবেষনার বিষয়। সেটাতো আমি বলতে পারবোনা। সেটা ফার্মাকিউটিক্যাল আর যারা আছে, ঔষধ প্রশাসনে যারা এক্সপেরিয়েন্স বা এই রিলেটেড যারা রিসার্চ করে, উনারাই এটা আসলে ভালো বলতে পারবে। এটার আমরা জাষ্ট এটার এমআরপি দেখে সেল করি। এমআরপি দেখে এর গুনগত মান আমরা এতটুকু এনশিওর মানে মনে মনে এতটুকু চিন্তা করতে পারি যে, যেহেতু মানে এরকম আমরা এরকম চিন্তা করিযে, আসলে দেখা গেছে যে, এটা দিছে। কোম্পানিগুলো তো ড্রাগ লাইসেন্স, ,ম্যানুফাকচারিং লাইসেন্স, জিএমপি, তারপরে ডব্লিউ এইচ ও এর পারমিশন নিয়েই। ডব্লিউ এইচ ও এর পারমিশন তারপর জিএমপি সব পারমিশন নিয়েই ওরা করছে। ঔষধের যত নীতিমালা মেনেই ওরা করছে। তো আমরা তো প্রশাসনের উপর বিশ্বাস করতেই পারি। বিশ্বাস করি যে, উনারা তো এটা ড্রাগ সুপার, ড্রাগ ডিরেক্টর, উনাদেরতো এগুলি নলেজে আছে, উনারা কিরকম ঔষধ বানাচ্ছে। এগুলোর গুনগত মান কি। এটা উনাদের ব্যাপার আসলে। এজন্যে আমরা মনে করি হয়তোবা এতগুলির ফাঁকি দিয়ে হয়তোবা উনারাঐভাবে, এতগুলি এক্সাম দিয়েই যেহেতু আসে, যেহেতু আমরা চিন্তা করতেই পারি যে, এগুলি ভালো হবে। সেটা তো উনাদের

প্রশ্নর্কতা:একজন রোগী যখন আসে, একজন অসুস্থ মানুষ, তার জন্য বা তার ফ্যামিলির যেকোন মেম্বার হতে পারে। যখন ঔষধ নিতে আসে, এন্টিবায়োটিকটা সে কিভাবে নেয়. কতটুক মানে ক্রয় করে?

উত্তরদাতা:ক্রয় করে আসলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কিছু রোগী পাওয়া যায় যে নাকি ফুল ডোজটা নিবে। যে আমাকে ফুল ডোজটাই দেন। যা যা আছে লেখা, সাতদিন, চৌদ্দ াদন, দেন। আর দেখা গেছে যে, এন্টিবায়োটিকের একটা ইয়া দামের ব্যাপারও থাকে। সবার সাধ্যের মধ্যে থাকেনা। সবার সাধ্যের মধ্যে থাকেনা। আমরা উন্নয়নশীল দেশে দেখা গেছে যে, সাধ্যের মধ্যে থাকেনা। তখন হয়তো অল্প কিছু নেয়। দেখা গেছ যে, ভাই, আমাকে দুইদিনের দেন, তিনদিনের দেন। তখন আমরা বলে দিই। আমরা বলে দিই আমাদের লেবেল থেকে। যে আপনাকে আসলে এটা সাতদিন দিছে, সাতদিনই খেতে হবে। যেহেতু আমাদের এটা বলা উচিত এজন্য আমরা বলি যে, আপনি সাতদিন না খেলে আপনার বডিতে এটা কাজ করবেনা। এটা আমরা বলে দিই। তারপর দেখা গেছে যে, রোগী বলে যে, ঠিক আছে। আমি পরে নিবো। সেটাতো আর আমরা তো আর ক্রয় ক্ষমতাও তো আছে। আমি তো আর উনাকে জোর করে দিতে পারবোনা। উনার এখন টাকা নেই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয়, সে এখন দুইদিনের জন্য নিলো। সে বাকী কোর্সটা কমপ্লিট করে কিনা।

উত্তরদাতা:এই একটা ব্যাপার আমার একটু সন্দেহ আছে। মানে অনেকে মনে হয়, আমার মনে হয় কিছু কিছু লোক আমরা পাইছি যে, মানে হয়তো সচেতনতার অভাব। আমরা বলি কিন্তু হয়তো এটা কন্টিনিউ করেনা। দুইতিন দিন খাওয়ার পরে সাতদিন লিখছে, দুইতিনদিন খাওয়ার পরে সে বেটার অনুভব করলে হয়তো করেনা। মনে হচ্ছে আরকি। মনে হয়। তারপরও আমরা আমাদেরটা বলে দিই। আমাদের লেবেল থেকে যে, এটা আসলে এভাবে করা উচিত না। এটা তাহলে এন্টিবায়োটিক এর অপব্যবহারের একটার মধ্যে পড়ে। যে আপনি যদি কন্টিনিউ এন্টিবায়োটিকটা যে কয়দিন দেওয়া আছে, এভাবে না করেন আরকি।

প্রশ্নর্কতা:একজন মানুষ যখন আসে, তখন আপনাদের কাছে একটা পরামর্শ চায়। সেক্ষেত্রে আপনি যখন তাকে ঔষধ দিবেন, সেক্ষেত্রে কি অন্যান্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটি কে বেশী প্রাধান্য দেন কিনা?

উত্তরদাতা:আমি আসলে বুঝতে পারি নাই। অন্যান্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিক এর প্রাধান্য মানে

প্রশ্নর্কতা:এইযে আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে, আগে তো ধরেন নাপা, এইচ এগুলো দিয়ে কাজ সারতো। এখন এন্টিবায়োটিক লাগে।

উত্তরদাতা:দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি কেউ একজন এসে বলে তার রোগের হিস্ট্রিটা বললো। সেক্ষেত্রে আপনি কি তাকে প্রথম কি করেন? তাকে কি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন নাকি

উত্তরদাতা:না, না। আমরা প্রথমে এন্টিবায়োটিক দিইনা। এন্টিবায়োটিক দিইনা আমরা এপ্লাই করিনা।

প্রশ্নর্কতা:অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর পার্থক্য কি?

উত্তরদাতা:অন্য ঔষধের সাথে, অন্য ঔষধ বলতে আসলে এন্টিবায়োটিক দেখা গেছে বডিতে জীবানুর পরিমান বেড়ে গেছে। ঐ জীবানুকে ইয়ে করার জন্যে এন্টিবাডি ইয়ে করার জন্য জীবানুর জন্য যে ইয়া, দেখা গেছে একজনের ম্যালেরিয়া টাইপের অসুখ হইলো। তাহলে সেক্ষেত্রে তো শুধু নাপা দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে কাজ হবেনা। তারপর দেখা গেছে যে, টাইফয়েড টাইপের অসুখ হইলো, সেক্ষেত্রে সেফালোস্পোরিন গ্রুপ এপ্লাই না করলে দেখা গেছে, টাইফয়েডটা বা প্যারাটাইফয়েড যেটা হয়, এটা কাজ করবেনা। যেটা এই এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের যেটা আরকি। ঐ টাইপের ইয়ে হলে তো এটা হবেনা। জীবানু বিস্তৃত হয়ে থাকবে। মানে ঐটাকে দমন করার জন্য আসলে এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক নেয়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক তো আসলে দেওয়া উচিত না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, বলে যে, ডাক্তার আমাকে এটা লিখছে। যদি প্রেসক্রিপশন চাই, তখন বলে যে, আসলে প্রেসক্রিপশনটা রেখে আসছি। দেখা গেছে যে, একটু আগে বললেন যে, খোসা নিয়ে আসছে যে, এটা আমার খেতে হবে। এটা নিয়ে আসে। তখন আমরা হয়তো রোগীর উপরে মানে বিশ্বাস রেখেই বলি যে, হয়তোবা উনি খাবে।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিকগুলো কি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কি কার্যকর ভুমিকা পালন করে, আমি দেখে আসছি, ডাক্তাররা দিচ্ছে, কাজ না করলে কি উনারা দিচ্ছে? উনারা তো, আমাদের কাছে তো মনে হচ্ছে যেহেতু এন্টিবায়োটিক ডাক্তাররাই, উনাদেরই দেওয়া উচিত। উনারাই দিচ্ছে। তো সে হিসাবে তো উনারা বিচার বিশ্লেষন করে টেষ্ট করেই দেয়। সেক্ষেত্রে তো কার্যকারিতা হওয়ার কথাই।

প্রশ্নর্কতা:কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা কাজ হয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কোন কোন রোগ, এটা কোন ধরনের প্রশ্ন করলেন। এন্টিবায়োটিক তো বিভিন্ন ধরনের রোগের, পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন তারপর টেট্রাসাইক্লিন, রোগের ধরন অনুযায়ী একেক ধরনের এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও ধরেন একজন সাধারন রোগী, আমি কিছু জানিনা। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা কোন রোগের জন্য আপনারা প্রদান করে থাকেন? আপনারা বা ডাক্তার যেকোন কেউ প্রদান করে থাকে? আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শুনতে চাচ্ছিলাম।

উত্তরদাতা:ডাক্তাররা আপনার যখন যেটা প্রয়োজন হয়, পেনিসিলিনের জন্য পেনিসিলিন গ্রুপের ঔষধ দিতে পারে। তারপর আবার সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ঔষধ দিতে পারে। তারপর আবার সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ঔষধ যদি দেখা গেছে যে, ডাক্তার মনে করে যে বললাম যে, টাইফয়েড টাইপের টেট্রাসাইক্লিন দেখা গেছে ইউজ করা হয়। আপনার এইযে ডায়রিয়া প্লাস ইয়ার জন্য সাথে যদি তারপর আবার ইয়া ইউজ করা হয়। কুইনোন গ্রুপের কিছু ঔষধ ব্যবহার করা হয় ম্যালেরিয়ার জন্য। সেটাতো নির্দিষ্ট করে বলা যাবেনা যে, যেটার জন্য যেটার প্রয়োজন, সেটাই। ফাংগালের জন্য এটা হয়তো । এটা

প্রশ্নর্কতা সেক্ষেত্রে কোন গ্রুপের ঔষধটা ভালোভাবে কাজ করে আসলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:এটা আসলে কি ধরনের, কোন গ্রুপের ঔষধ এটাতো আসলে, যার যেটা দরকার, সেটাইতো কাজ করবে আসলে। কোন গ্রুপ এটাতো, তার অসুখ যেটা, ওর জন্য ঐটা পড়লেই কাজ করবে। অন্যটা পড়লে কাজ করবেনা। ঐভাবে গ্রুপ ওয়াইজ তো বলা সম্ভব না, এটা কারো যদি দেখা গেছে যে, টাইফয়েড হয়ছে। তাকে তো আর ঐযে ইয়ার ম্যাক্রোলাইট গ্রুপের ইয়া দিলে তো আর কাজ করবে তার বডিতে। সে তার বডিতে একুরেট পড়লেই না কাজ করবে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এন্টিবায়োটিকে কারো মাথা ঘুরায়, দুর্বল লাগে, তারপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যেমন, ইয়ার কথা বলা যেতে পারে। এমোক্সিসিলিন টাইপের আরকি যেটা। এটার মধ্যে দেখা গেছে এমোক্সিসিলিন গ্রুপ তারপরে সরি, ইয়া গ্রুপের আরকি যেটা, কি বলে। পেনিসিলিন গ্রুপের যেটা, পেনিসিলিন গ্রুপের ঔষধ দেখা গেছে বডিতে আপনার ইয়া হতে পারে, চুলকানি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এন্টিহিস্টামিন দেওয়া হয় এর সাথে। পেনিসিলিন এর সাথে। পেনিসিলিন, তারপরে দেখা গেছে, কিছু গ্রুপের ঔষধ দিলে রোগী দুর্বলও হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে, সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের ঔষধও রোগী অনেক সময় উইকবোধ করে। তারপর সেফিক্সিম গ্রুপেরও উইকবোধ করে। সেক্ষেত্রে তাকে এই দেখা গেছে, খাবার টাবার, এই ফলমুলের ব্যাপারটা বলা হয়। ভিটামিন টাইপের ঔষধও দেয়া হয় সাথে।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা কি? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স?

প্রশ্নর্কতা: রেজিস্ট্যান্স

উত্তরদাতা:আসলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আমি যেটা বুঝি এরকম, যে কারো বডিতে যদি মানে দেখা গেছে যে, কোন এন্টিবায়োটিক দীর্ঘদিন ইউজ করার পরে ঐটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। এন্টিবায়োটিক ওর বডিতে কাজ করেনা। দেখা গেছে ঐ গ্রুপটা, রেজিস্ট্যান্স আমি বুঝি, ঐটা চেঞ্জ করে দেখা গেছে অন্য গ্রুপের এপ্লাই করতে হয়। কারো এমোক্সিসিলিন গ্রুপে ইয়া আছে। তাকে এটা বাদ দিয়ে পেনিসিলিনে, মানে এমোক্সিসিলিন, পেনিসিলিন বা ফ্লুক্লক্সাসিলিনের মধ্যে ইয়া আছে। তাকে এটা বাদ দিয়ে দেখা গেছে যে, সেফালোস্পোরিন দেওয়া হয়। ঐ টাইপের।

প্রশ্নর্কতা:মানুষ কেন সঠিক নিয়ম মেপে ঔষধ খায়না? এন্টিবায়োটিক খায়না? কারন কি?

উত্তরদাতা:এটা কিছুটা মানুষের জানার ব্যাপারও আছে। জানার ব্যাপারটাই প্রাধান্য বেশী। দেখা গেছে জানেনা। এই বিষয়টাই বেশী ইয়ে করে। এই বিষয়টার জন্যই মুলত বেশী ইয়ে করে। তারপর আবার কিছু লোক দেখা গেছে, এন্টিবায়োটিক কিছু লোক আবার এরকম মনে করে যে, আসলে বলছে একজন এটা খেয়েছে। এটা খেলে ভালো হয়। এই একটা ব্যাপারও দেখছি। কাজ করে। যে এটা খাও। এটা খেলে ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:এখন একটু শুনবো ঔষধের মনিটরিং এর বিষয়। এন্টিবায়োটিক বা ঔষধ পর্যবেক্ষনকারী কোন সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন কিনা?

উত্তরদাতা:জ্বী। যে বাংলাদেশে যে ড্রাগস থেকে ঔষধ পর্যবেক্ষনের জন্য ওরা ঔষধের দোকানে আসে। দোকানে এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে কিনা কোন ঔষধের, তারপর ঔষধ সংরক্ষন করা হচ্ছে কিনা ঠিকমতো। সঠিক টেম্পেরেচারে। এই ব্যাপারগুলি। তারপর দেখে উনারা। তারপর ঔষধের এইযে মানে সুস্থিতি আছে কিনা, মানে এটা যেভাবে থাকার কথা, ঐভাবে আছে কিনা, এই ব্যাপারগুলি একটু দেখে। আর টেম্পেরেচার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই একটা বিষয়। এই বিষয়গুলি ওরা দেখে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত কোন নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:জ্বী। নীতিমালা সর্ম্পকে জানি। এন্টিবায়োটিক রেজিস্টার ডাক্তার ছাড়া আসলে দেওয়া উচিত না।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কি মনে হয় যে, এই এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধি থাকা প্রয়োজন?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য নীতিমালা তো আছেই। হয়তোবা আমাদের দেশে ঐভাবে আইন আছে বাট ঐভাবে প্রয়োগ মানে প্রচলন হয় নাই আমাদের হয়তোবা। এই নীতিমালা আছে ঠিকই ইয়ের মধ্যে। কিন্তু প্রচলন নাই। আর থাকা অবশ্যই উচিত। যে দেখা গেছে যে, যে আসলে জানে, সে যেন জেনেই আসলে এন্টিবায়োটিকটা দেয়। যদি তারপর আপনাদের আইসিডিডিআরবির একটা বিজ্ঞপ্তি আমি দেখছি। ঐখানে আমি দেখছি যে, রেজিষ্টারকৃত বা নিবন্ধনকৃত যারা অঅছে, উনারা দিবে। এটার ব্যবহারটা জেনেই যাতে দেয়, ঐজন্যই বলা আছে। ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:আপনার কি মনে হয় কিছু সেবাদানকারী আছেন, যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন? যেটা দরকার নাই আমার তবু এন্টিবায়োটিক দিছে। একজন রোগী আসলো একজন ডাক্তারের কাছে। তার হয়তো এন্টিবায়োটিক দরকার নাই। কিন্তু অনেক সময় দিয়ে দেয় কিনা। আপনার কাছে এরকম কোন

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম মনে হয়। মাঝেমধ্যে মনে হয় দেখা গেছে যে, এন্টিবায়োটিক এর সাথে এনালজেসিক এর ব্যাপারটা তো বেশী। এন্টিবায়োটিক তো দেয়, দেখা গেছে যে, এত লাগবেনা উনার। পাওয়ারটা একটু বেশী দেয়। অনেক মানে এটা ডাক্তারদের কথা বলা ঠিক হবেনা। এটা আসলে অনেক দোকানদার আসলে হয়তোবা বা অনেকে এরকম মনে করে যে, এরকম দেয় আরকি ওরা। যে দেখা গেছে যে, রোগীটা বেটার হয়ে বলবে যে, আমার এটা দোকানের ঔষধ খেয়ে ভালো হয়ছে। এরকম বলবে। যেটা প্রয়োজন নেই, তারপরও দিয়ে থাকে। বডিতে ছাড়াই দেখা গেছে যে, আদারস ঔষধগুলি এন্টিবায়োটিক ছাড়াই কাজ করবে। তো দেখা গেছে যে, ঐ সুনাম ধরে রাখার জন্য হয়তোবা করে অনেকে। কেউ কেউ করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:এইযে সরবরাহকারী বিভিন্ন কোম্পানি যে অঅসে, সেক্ষেত্রে তারা তো এন্টিবায়োটিক উৎপাদন করতেছে। সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে, কোম্পানির লাভের জন্য এই প্রেসক্রাইবকারী যারা করেন, সেবাদান করেন, তারা এন্টিবায়োটিক প্রদান করে থাকেন?

উত্তরদাতা:কোম্পানির লাভের ব্যাপার তো আছেই। তারপরও আমার মনে হয় এই যে, একটু আগে বললেন যে, আসলে নীতিমালা এভাবে করা উচিত যাতে এন্টিবায়োটিক যাতে খুব বেশী উৎসাহী না হয়। তাহলে দেখা গেছে যে, আমাদের যে কিছু গ্রুপের ঔষধ আছে, ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশনও চলে গেছে। সেফিক্সিম গ্রুপের থার্ড জেনেরেশণ, ফোর্থ জেনেরেশন পর্যন্ত আছে। কেউ কেউ বানায় ফোর্থ জেনেরেশন। দেখা গেছে যে, তার ফার্স্ট জেনেরেশনের ঔষধের দরকার। এন্টিবায়োটিক অপব্যবহারের কারনে ফার্স্টজেনেরেশনে কাজ করবে। তাকে থার্ড জেনেরেশন দেওয়া, তখন দেখা গেছে তাকে আর কেউ ফার্স্ট জেনেরেশন দিয়ে কাজ করাতে পারবেনা। থার্ড জেনেরেশন দিতে হবে নয়তো ফোর্থ জেনেরেশন দিতে হবে। এরকম দিন দিন দেখা গেছে, এটা রোগীর বডিতে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এটা বডিতে আর কাজ করবেনা ঐভাবে। যেভাবে কাজ করার কথা।

প্রশ্নর্কতা:ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে যদি আমাকে একটু বলেন।

উত্তরদাতা: ভোক্তার অধিকার সংরক্ষন আইন, সেক্ষেত্রে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষন আইন তো আছেই। সেক্ষেত্রে একজন পেশেন্ট তার ঔষধের দামের ব্যাপারটা তো সে দেখবে। এটা যে মুল্যে আছে, সেই মুল্যে উনারা ক্রয় করতে চাইবে। ক্রয় করবে। এটার ভোক্তার অধিকার আইনের মধ্যে পড়ে। ঔষধটার এক্সপায়ার ডেট আছে কিনা, তারপর ঔষধটা, এটা আসলে ভেঙ্গে গেছে কিনা, এটা গুড়া হয়ে গেছে কিনা বা এই ব্যাপারগুলি। তারপর লিকুইডের ব্যাপারটা, তরলটা বা ইয়ে লিকুইডের সুস্থিতির যে ব্যাপারটা, এটা যেভাবে থাকার কথা এভাবে আছে কিনা, এটাতো ভোক্তার অধিকার সংরক্ষন আইনের মধ্যে পড়ে। এটা আমরা এভাবেই দেখে

প্রশ্নর্কতা:একটা প্রেসক্রিপশনে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্রেসক্রিপশন বলি, তাহলে কি কি জিনিস থাকতে হবে সেখানে?

উত্তরদাতা:একটা প্রেসক্রিপশনে সাধারনত আটটা অংশ থাকে। এটা ঐ ফিজিশিয়ানের নাম থাকবে, তারপর উনার ডেট থাকবে, উনার যে যোগ্যতা, তারপরে উনাকে রোগীর যে, যে রোগের কারনে উনি যে ঔষধ দিছে, ব্যাপারটা থাকবে। আরএক্স থাকবে। যেটা রোগী কি ধরনের ঔষধ নিবে। কতদিন খাবে এটা। তারপর লাষ্টে তো উনার সিগনেচার, ডেট থাকবে। এগুলা থাকবে।

প্রশ্নর্কতা:আর এক্সটা কি?

উত্তরদাতা:আর এক্সটা উপরে লিখন।

প্রশ্নর্কতা:উপরে লিখন। একটা জিজ্ঞেস করলাম আমরা ডাক্তার কে বা প্রেসক্রাইবকারীকে উৎসাহিত করে কিনা। বিভিন্ন কোম্পানি কি রোগীকেও উৎসাহিত করে যে, আমার এই ঔষধটা খান, আমার এই এন্টিবায়োটিকটা খান, এরকম কোন বিষয় আছে কিনা? বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন কি রোগীদেরকেও উৎসাহিত করে কিনা যে তার এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ার জন্য

উত্তরদাতা:না। আমরা এরকম পাইনি। এটা বলবো না। রোগীকে ওরা এরকম বলেনা।

প্রশ্নর্কতা লোকজন সাধারনত ঔষধ নেওয়াা জন্য বা এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় আসে বা কোথায় যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:ঔষধ নেওয়ার জন্য তো ফার্মেসিতেই আসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে আসে তারা?

উত্তরদাতা:বুঝতে পারলামনা কিভাবে আসে?

প্রশ্নর্কতা:মানে তারা কি কোন প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে নাকি কি করে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন থাকলে নিয়ে আসে। নাহলে এমনি আসে। বলে যে, আমারে এই ঔষধ দেন। ৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধের কথা আপনি বলতেছিলেন। :মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধগুলো আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা: মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধগুলি নিয়ম হচ্ছে এগুলিকে সেটা এন্টিবায়োটিক, কি বলে লিকুইড হোক আর সলিড হোক বা সেমি সলিড হোক, এগুলির নিয়ম হচ্ছে পানিতে গুলায়ে মানে পানিতে মিক্স করে এখানে একটা গর্ত করে ফেলে দেওয়া। ঐ ঔষধগুলি ইয়ে থেকে বের করে পানিতে মিক্স করে মানে বেশী পরিমান পানির মধ্যে মিক্স করে ঐভাবে এটাকে নষ্ট করার নিয়ম। এবং মাটিতে পুঁতে ফেলবে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে বা আগুনে পোড়াবে, এগুলা আসলে এভাবে না।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি করেন? আপনার দোকানে মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধগুলি

উত্তরদাতা:আমি এই কাজটাই করি যে, যেটা দেখা গেছে পানিতে গুলায়ে তারপর আমরা এখানে -----৪৬:০০গর্ত করে ঐখানে ফেলে দিই। যাতে এটা, দেখা গেছে বিভিন্নভাবে ফেলে রাখলে দেখা গেছে কেউ ভুলে খেতেও পারে। ছড়ায় ছিটায়ে ফেলে রাখলে, রাস্তাঘাটে ফেলে রাখলে। মেয়াদোর্ত্তীন হয়ে গেছে, এটা ফেলে দিলাম। দিলাম বা কাউকে দিলাম, কেউ ভুলবশত খেয়ে হয়তোবা তার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যেতে পারে। বা মৃত্যুও দিকে যেতে পারে। এটাই করা উচিত। আর অনেক সময় দেখা গেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোম্পানি নিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোম্পানি নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে উনারা উনাদের দায়িত্বে উনারা এটাকে ডেস্ট্রয় করে।

প্রশ্নর্কতা:এখন আমি একটু শুনবো যে, আপনার যে পাখির যে ঔষধগুলো আছে, সে সর্ম্পকে। পাখির জন্য আপনার এখানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:পাখির জন্য আসলে এখানে বেশীরভাগই হচ্ছে এই পেটের সমস্যা, ঝিমানো তারপর কিছু ভিটামিন তারপর পাখি কবুতরের, ওদের খাঁচার মধ্যে স্প্রে করার একটা জীবানুনাশক ইয়া আছে যেটা যে খাঁচাতে থাকে, ওর বাসস্থান, ওর বাসস্থানে কিছু জীবানু তৈরী হয়। জীবানু মারার জন্য, জীবানু ধ্বংস করার জন্য কিছু স্প্রে ইউজ করা হয়। যেগুলি স্প্রে করলে জীবানু ধ্বংস আর যেহেতু পাখি কবুতর বা এগুলি যারা আমরা পালি, এভাবে উৎসাহ করি যে, এটা যদি অসুখ হয়, পাঁচটি কবুতর অসুখ হয়, সেক্ষেত্রে সেটাকে আলাদা রাখা। এবং তার সংস্পর্শে মানুষ যখন আসবে, আসলে তাকে যদি মানুষ ছোয়, ছোয়ার পরে যদি পারে তাহলে গ্লোভস পড়ে ছোবে অসুস্থটাকে। নাহলে ঐটা বডির উপর, নাকে মাস্ক লাগানো থাকবে সেক্ষেত্রে। আর যদি এমনি খালি হাতেও ধরে, গ্লোভস না থাকে, সেক্ষেত্রে হাত ভালো করে জীবানুনাশক সাবান দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে ধুয়ে সে খাবার টাবার বা তার বডিতে হাত দিবে।

প্রশ্নর্কতা:এই পশুপাখিগুলো যখন অসুস্থ হয়, একজন খামারি বা একজন শখের বশে যিনি পালতেছেন, উনি এসে আপনাদেরকে কি বলে?

উত্তরদাতা:উনি এসে আমাদেরকে উনার প্রবলেমের কথা বলে যে, আমার পাখিটার পেটের সমস্যা বা দেখা গেছে খাচ্ছেনা ঠিকমতো। ওর মুখে রুচি কম। এই টাইপের ইয়া বলে বা দেখা গেছে যে, কেউ কেউ আছে, ভিটামিনের অভাবে দেখা গেছ ওর হাড়, যেহেতু আমি আসলে আগেই বলেছি যে, পশুর ব্যাপারটা আমি আসলে এটা দেখিনা। পশুর ব্যাপারটা আমি জানিনা। অল্প জানি বা যেহেতু জানিইনা। এটা আমি দিইনা। শুধু পাখির ব্যাপারটাই বলি। পাখির ব্যাপার যেহেতু জানি সেজন্য পাখির ব্যাপারটা, অনেকদিন আমি এটা ইউজ করি। আমি নিজে ইউজ করি। এজন্য দিই আমি।

প্রশ্নর্কতা:আমরা যদি এখন পাখির সেক্টরের কথা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে এই সেক্টরে কি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে?

উত্তরদাতা:এই সেক্টরে জরিপটা আসলে আমার ঠিকমতো জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার অভিজ্ঞতাটা শুনতে চাচ্ছি। মানুষজন আগে কিভাবে নিতো এখন

উত্তরদাতা:না। আগে তো আসলে পশু, পশুর কথাটা বাদ দিই। পাখির কথাটা এক সময়তো মানুষ গ্রামে কবুতর টবুতর পালতো। এগুলা বিভিন্ন পাখি হাঁস- মুরগি পালতো। এত উৎসাহী ছিলনা। যে এগুলার ঔষধ আছে আবার। আমাদের দেশে মনে হয়না বেশীদিন এই সেক্টরটা ডেভেলপ, মানে বেশীদিন হয় এটা, এটার বয়সও বেশীদিন না। যে ভেটেরিনারি ঔষধগুলো খুব বেশীদিন না আমার জানামতে আরকি। খুব বেশীদিন ধরে ইউজ করা হয়না। ঐ ব্যাপারে আরকি যার জন্য এমনি পালতো। এখন দেখা গেছে মানুষ শখের বশে পালে। এজন্য আসে যে, আসলে এগুলোর ঔষধ আছে। খাওয়ালে কিছু বেটার থাকে। বা আমরা অনেক সময় পশু ডাক্তারের কাছে পাঠাই দিই। যে পশু হাসপাতাল আছে। দেখা গেছে পশু হাসপাতালে পাখির ব্যাপারে বলি যে, ডাক্তার আছে। উনাকে দেখান। যদি উনি কি কি প্রেসক্রাইব করে এই ব্যাপারে আমরা উৎসাহী করি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এক্ষেত্রে এই সেক্টরটাতে কি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে?

উত্তরদাতা:এটা আসলে এক্সাক্টলি এটার পরিমানটা আমি বলতে পারতেছিনা। যেহেতু বলতে পারছিনা

প্রশ্নর্কতা:এই যে পাখিগুলোকে এন্টিবায়োটিকে-----৪৯:৪০ সেক্ষেত্রে কি কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ফেস করেন কিনা আপনারা?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক আমি পাখি, এগুলোর সাথে আমরা সাধারনত, আমি এন্টিবায়োটিক রাখি নাই, আমি এন্টিবায়োটিক ওদের এভাবে দিইও না। দেখা গেছে ডাক্তারের কাছে পাঠাই। ডাক্তার যদি পশু ডাক্তার মনে করে ওর বডিতে কিছু লাগবে এন্টিবায়োটিক, সেক্ষেত্রে লাগে। ৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে আপনার এখানে রেনামাইসিন বা ডক্সিসাইক্লিন এগুলাই দেন?

উত্তরদাতা:ডক্সিসাইক্লিন, রেনামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন এটা এন্টিবায়োটিক বাট এটা হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের অক্সিটেট্রাসাইক্লিন যেটা রেনামাইসিন বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, এগুলো আসলে স্বাভাবিক অর্থে দেওয়া যায়। এটা মানে সামান্য আমরা দিই। ডাক্তাররাও এটা স্বাভাবিক অর্থে প্রাথমিকভাবে ওদের এটা দেয়। যে ওদের যেহেতু পেটের সমস্যা ওদের স্যালাইনও আছে। স্যালাইনও ইয়ে করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এদের ব্যবহারটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? এইযে দুইতিনটা ঔষধ যেগুলো আপনি রাখছেন, সেগুলো এন্টিবায়োটিক, আপনি দেখতেছেন । মানুষ কি এসে সচরাচর এগুলি চায় নাকি কি বলে?

উত্তরদাতা:রেনা, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন তো এটা দিচ্ছে। এটা এন্টিবায়োটিক বাট এন্টিবায়োটিক কিন্তু হালকা। বাট এটাতো এন্টিবায়োটিক এরমধ্যে টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সাসিলভেট এগুলা তো আসলে এর মধ্যেই পড়ে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলি খেয়ে এগুলি বেশী ইয়ে না। তারপরও এগুলি ডোজ ঠিকমতো দিলে পরিমানমতো দিলে বডিতে কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:আরেকটা জিনিস বলতেছিলেন যে, মানুষের ঔষধের বিষয়টা কিভাবে পাখিকে আপনারা প্রয়োগ করেন।

উত্তরদাতা:আসলে এটা ইয়া না। দেখা গেছে যে, মানে অনেক কিছু দেখা গেছে। অনেক বড় ভলিউমের থাকে। পাখি বা কবুতরের মানে যে ব্যাপারটা বলি, আমি খামারের কথা বলি নাই। যেখানে মুরগির ব্যাপারটা যেরকম মুরগির খামার, ঐটা আমরা দিইনা, ঐটা তো হিউজ পরিমান লাগে। ঐটা ও কিনতেই পারে। কিন্তু যে দেখা গেছে একটা দুইটা পাখি পালে, সে তো দেখা গেছে আপনার ঐ হিউজ পরিমান বড় টাইপের ভলিউম নিতে পারেনা। নিবেনা বা নিবেওনা। ঐ ব্যাপারে দেখা গেছে যে, আমরা ঐ হিউম্যান বলতে কি, ডক্সিসাইক্লিনভেটও আছে। ঐ সময় দেখা গেছে যে, ডক্সিসাইক্লিনভেটটা না দিলে দেখা গেছে যে, এটার দাম কম। হিউম্যানের যে ডক্সিক্যাপটা এটা একটু কম। এটা দেখো গেছে যে, একটা দুইটা পাখির জন্য দুই একজন খাওয়াতেই পারে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কি কাজ করে?

উত্তরদাতা:এটা ভেটেরিনারিটা ভেটেরিনারিতেই ইউজ করা ভালো। এটা কাজ করে। এটা কাজতো কম করবেই। মানে ঐভাবে আসলে তারপরও ডোজ ইয়ে করে দিলে একটু বেটার মানে একটু কিছুটা, কিছুটা মানে কি, ফুল কাজ করবে, তা না। অনেকটাই কাজ করে। অনেকটাই, আমি যা দেখেছি, অনেকটাই কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে পশুপাখিকে যখন এগুলো বলা হয়, তখন সেক্ষত্রে কি তাদের ডোজ, কতমাত্রা, কতদিন খাওয়াতে হবে, এসব বিষয় কি

উত্তরদাতা:এগুলো আমরা বলে দিই। আমরা বলে দিই বা অনেক সময় দেখা গেছে

প্রশ্নর্কতা:কিরকম?

উত্তরদাতা:আমরা বলে দিই। দেখা গেছে যে, অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের কথা বলেন, এটা আমরা বলে দিই যে, আটটা কবুতরের জন্য দশটা বারোটা যদি মানে এমনি নরমালি যদি দেখা গেছে যে, ওর ইয়া ভালো, জীবানু বা ইয়ার জন্য যদি থাকে। দেখা গেছে পাখি পায়খানা বা খারাপ করলে ইয়া হলে পাতলা পায়খানা হলে, ইয়া হলে জীবানু আছে বা ইয়া আছে।তারপর সাথে আমরা জিংক দিয়ে দিই। জিংক আছে, জিংক দিয়ে দিই যে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এর সাথে জিংক দিয়ে দিই। হয়তো পেটের সমস্যার জন্য বা ইয়ের জন্য কাজ করবে। এজন্য এগুলো দিয়ে দিই আরকি সাথে।

প্রশ্নর্কতা:সেগুলো কি তখন কার্যকর ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। জিংক তো আসলে আমাদেরতো হিউম্যানেরওতো এই স্যালাইনের সাথে জিংক, একটা করে জিংক দেয় পাতলা পায়খানার জন্য সাধারনত। জিংকটা তার মিনারেল যেহেতু শরীরে যে মিনারেল ঘাটতি হয়, ঐ ঘাটতিটা পুরন করে। তারপর

পশুপাখির ক্ষেত্রে আমরা জিংকটা দিই এজন্য মিনারেলের ঘাটতি হয়ে ও যাতে উইক না হয়ে যায়। কন্টিনিউ পেটের সমস্যা হলে তো উইক হয়ে যায় ওরা।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে পশুপাখির জন্য কি আপনারা এন্টিবায়োটিককে বেশী প্রাধান্য দেন নাকি অন্য ঔষধকে

উত্তরদাতা:না। ওদের ব্যাপারে আমরা এন্টিবায়োটিককে বেশী প্রাধান্য দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:বেশী?

উত্তরদাতা:প্রাধান্য দিইনা। আমরা স্যালাইন ট্যালাইন ইউজ করি। প্রথমে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন না দিয়ে স্যালাইন দিই। অনেক সময় লোকরা একটা স্যালাইনের কস্ট বেশী। একটা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন তিন টাকা করে। এই স্যালাইনের কস্ট বেশী। এই কারনে দেখা যায় তারা এটাইদেন, এটাই দেন। এটা দেখা গেছে, ভেটেরিনারি সর্ম্পকে আমাদের দেশে অত বেশী পরিমান ডাক্তারও নেই। জানামতো অত বেশী ডাক্তারও নেই। সেক্ষেত্রে দেখা গেছ যে, এটা একটা দুইটা ঔষধের উপর মানুষ বেশী ডিপেন্ড করে। আমাদের কাছে আসলেও আমরা তাই করি।

প্রশ্নর্কতা:এদেশের কোন একটা পাখিকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবেনা, এটা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন? ৫৫:০০

উত্তরদাতা:এটা আসলে ওর অবস্থার উপর সিদ্ধান্ত নিই। যেহেতু আমি বলছি আসলে এন্টিবায়োটিক অত পরিমান এন্টিবায়োটিক আমরা ইউজ করিনা। টেট্রাসাইক্লিন বা ডক্সিসাইক্লিনের এর মত ইয়া, এক্ষেত্রে আমরা মানে দেখি আসলে অবস্থা কিরকম। যদি দেখি বেশী খারাপের দিকে থাকে, তখন আমরা মানে চিন্তা করি আসলে। বা অনেক সময় বলি যে, ডাক্তারকে দেখান। তো যেহেতু ডাক্তার এভেইলএবল না, ভেটেরিনারি ডাক্তার আমাদের দেশে এভেইলএবল না। এটা মানতেই হবে। এটা আমিও পাইনি। এটা আছে কিছু নির্দিষ্ট পয়েন্টে বা দেখা গেছে পাখির জন্য আলাদা করে পশুপাখি এভাবে আলাদা করে ডাক্তার পাওয়াও যায়না। দেখে যে, পশুর জন্যই বেশীটা ইয়ে করা হয়, যেহেতু পশুতে হিউজ পরিমান টাকা আছে। গরু তারপর ছাগল এগুলি তারপর পোল্ট্রির ব্যাপারটা আছে। পোল্ট্রির ব্যাপারটা আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ডাক্তার যে জায়গায় খামার, ঐ জায়গায় আসলে পোল্ট্রির ডাক্তারগুলি থাকে সাধারনত। বা আমাদের মতো আমার এলাকা যেখানে, এখানে আসলে অত পোল্ট্রি ইয়া নাই। আমাদের শিল্পাঞ্চল এলাকা। তো এক্ষেত্রে দেখা গেছে, অত পোল্ট্রি ডাক্তারও থাকেনা আর অত পোল্ট্রি খামারও নেই আমাদের এখানে। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরাই, আমাদের কাছেই আসে।

প্রশ্নর্কতা:লোকজন এই পশুপাখির জন্য এই ঔষধের ডোজটা কিভাবে নেয়? কতটুকু নেয়?

উত্তরদাতা:আমরা বলে দিই যতটুকু, যতটুকু বলে দিই দেখা গেছে উনার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে উনি ঐ ব্যাপারটাও বিবেচনা ঐ পরিমান সর্বসাকুল্যে ক্রয় ক্ষমতার একটা ব্যাপার কাজ করবেই। যে আমি দিলে তো আর ও নিবেনা। ওর ক্রয় ক্ষমতার উপর দেখা গেছে অল্প করে নেয় । সাধারনত ভিটামিন ইয়ে টাইপের ইয়ে বেশী। এন্টিবায়োটিক তত আমরা

প্রশ্নর্কতা:এইযে পশুপাখির এন্টিবায়োটিক এর পাশ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো সবার বডিতে বডিতেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে।

প্রশ্নর্কতা:ওদের কি কি হয়?

উত্তরদাতা:ওদের এন্টিবায়োটিক, ওদের ডোজ পরিমানমতো না পড়লে, বেশী পড়লে হয়তোবা ওরও তো ভালোর জায়গায় খারাপের দিকটাই হবে বেশী। তবে ভিটামিন বেশী, তারপর দেখা গেছে ওদের ঐযে উইকনেসের ব্যাপারটাও তো থাকে। ওদের বডিতে তো এন্টিবায়োটিক বেশী পড়লে উইকনেস, ও সহ্য করতে না পারবে যেটা হয়তো ও মারা যেত্রে পারে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কি করেন আপনারা? তাদেরকে কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা:সেক্ষেত্রে আমরা বললাম তো এন্টিবায়োটিক এর ব্যাপারটা ঐভাবে উৎসাহী করিনা।

প্রশ্নর্কতা:এখন আমি একটু শুনবো ওভারঅল দুইটা বিষয় নিয়ে। এন্টিবায়োটিকগুলো আপনারা কোথা থেকে পান? এটা এখানে কিভাবে আসে? আপনাদের কাছে কিভাবে এন্টিবায়োটিকগুলা পৌঁছায়?

উত্তরদাতা:আমাদের কাছে কোম্পানিগুলো দিয়ে যায়। আমরা অর্ডার ডদিয়ে থাকি। তখন অর্ডার অনুযায়ী দিয়ে যায়। আমাদের দোকানে যে ঔষধগুলির ডিমান্ড আমরা ঐগুলি নোট করে রাখি। আমরা ঐ অনুযায়ী ওদের কাছে অর্ডার দিই। ওরাই দিয়ে যায় আমাদের।

প্রশ্নর্কতা:আপনার দোকানে কি কি এন্টিবায়োটিক আছে, একটু যদি আমাকে বলেন।

উত্তরদাতা:হিউম্যানের?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:হিউম্যানের হচ্ছে

প্রশ্নর্কতা:এখানে থেকেই বলেন।

উত্তরদাতা:হিউম্যানের এমোক্সিসিলিন গ্রুপ আছে, ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপ, এজ্রিথ্রামাইসিন গ্রুপ আর সেফিক্সিম গ্রুপ

প্রশ্নর্কতা: এজ্রিথ্রামাইসিন আর একটা কি?

উত্তরদাতা:সেফিক্সিম গ্রুপ। ফ্লুক্লক্সাসিলিন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:আর কি আছে?

উত্তরদাতা: ফ্লুক্লক্সাসিলিন গ্রুপ তারপর হচ্ছে এইযে সেফিক্সিম হচ্ছে আসলে সেফালোস্পোরিন গ্রুপ। সেফিক্সিমটা হচ্ছে সেফালোস্পোরিন গ্রুপেরই একটা ঔষধ। এই সেফালোস্পোরিন গ্রুপেরই আরো বিভিন্ন সেফি----৫৮:০০ তারপর এগুলি আছে আরকি। মানে সেফালোস্পোরিন গ্রুপেরই বেশ কিছু ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন এটা কোন জেনেরেশন, ভাইয়া?

উত্তরদাতা: এমোক্সিসিলিন তো হলো আপনার

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সিসিলিন হলো

উত্তরদাতা:পেনিসিলিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:জেনেরেশন যদি আমরা বলি

উত্তরদাতা: জেনেরেশন তো আসলে এমোক্সিসিলিন জেনেরেশন ঐভাবে আসলে সেফিক্সিম গ্রুপের জেনেরেশনটা করা হয়ছে?

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন? জেনেরেশন ঐযে ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন আপনি যে বলছিলেন।

উত্তরদাতা:এটা হচ্ছে সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন। সেফালোস্পোরিন গ্রুপের। আর এজিথ্রোমাইসিন হচ্ছে ম্যাক্রোলাইট গ্রুপ, ডক্সিসাইক্লিন হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশনের মধ্যে পড়ছে? ডক্সিসাইক্লিন?

উত্তরদাতা:টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা: :টেট্রাসাইক্লিন, গ্রুপ।

উত্তরদাতা:ডক্সিসাইক্লন এটা একটা এটা নিজে একটা গ্রুপ। কিন্তু এটা হচ্ছে টোটালি টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন, তারপর টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। এগুলি টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:জেনেরেশন

উত্তরদাতা:জেনেরেশন সেফালোস্পোরিন গ্রুপেরই জেনেরেশন। এগুলি একক আর হচ্ছে সেফালোস্পোরিন গ্রুপে জেনেরেশন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড।

প্রশ্নর্কতা: ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড।

উত্তরদাতা:এটারই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড।

প্রশ্নর্কতা:এটারই

উত্তরদাতা: ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়। সেফালোস্পোরিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এটারই

উত্তরদাতা: ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়। আর এজিথ্রোমাইসিন ম্যাক্রোলাইট গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন

উত্তরদাতা: এটার ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়না। এটা কিছুই হয়না। এগুলি একক ডোজ। পেনিসিলিন, ডক্সিসাইক্লিন এগুলো একক ডোজ। এজিথ্রোমাইসিন, এটার ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা। এমনকি ফোর্থও আছে একটা কি কোম্পানির।

প্রশ্নর্কতা:আর ফ্লুক্লক্সাসিলিন? এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা: ফ্লুক্লক্সাসিলিন, ফ্লুক্লক্সাসিলিনও পেনিসিলিন গ্রুপের। ফ্লুক্লক্সাসিলিন, এমোক্সিসিলিন এগুলা পেনিসিলিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটাও পেনিসিলিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:গ্রুপের। না? এরমধ্যে আপনি কোনটা বেশী প্রেসক্রাইব করেন?

উত্তরদাতা:আমি কোন প্রেসক্রাইব করিনা।

প্রশ্নর্কতা:তারপর যদি মানুষজন আসে মোষ্টলি কোনটার জন্য বেশী আসে?১:০০:০০

উত্তরদাতা:কোনটারজন্য আসলে ঠান্ডা বা ইয়ার জন্য গলাব্যথার জন্য ডক্সিসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের ঔষধটা দিই আসলে। আর সামান্য জ্বরের জন্য এমোক্সিসিলন, পেনিসিলিন গ্রুপটা যেটা এমোক্সিসিলিন এটা এগুলি

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এমাক্সিসিলিন পেনিসিলিন গ্রুপের। এটা হচ্ছে এইযে জ্বরের জন্য জ্বর যদি সাধারনত আমরা দিয়ে থাকি। এটা তো অনেকগুলি কারন। ডক্সিসাইক্লিনের তো অনেকগুলি কাজ, কুল, ফিবার। ফিবার না ঠিক। একনি, ব্রনের জন্য দেওয়া হয়। ডক্সিসাইক্লিন অনেকগুলি কাজে ইউজ করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর একটা বলছেন। সিপ্রোসিন নাকি কি। ঐটা কোন জেনেরেশন, কোন

উত্তরদাতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিন হচ্ছে আপনার কুইনোন গ্রুপের। কুইনোন গ্রুপের সিপ্রোফ্লক্সাসিন

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এগুলির জেনেরেশন হয়না।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আপনি তাহলে আপনি মোষ্টলি যেগুলো মানুষ নিতে আসে, সেগুলো হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন আর এমোক্সিসিলিন?

উত্তরদাতা:নিতে আসেনা। আমরা অনেক, সবগুলি গ্রুপই নিতে আসে। দেখা গেছে আমরা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলে তখন আমরা ঐগুলি দিয়ে থাকি আসলে। আসলে এমনে আমি তো বলছি সাধারনত আমরা উৎসাহী মানে আমি উৎসাহী করিনা যে, এন্টিবায়োটিক ঐভাবে খাবে ডাক্তারের প্রেসক্রাইব ছাড়া?

প্রশ্নর্কতা:আর এইযে পশুপাখির জন্য কোনটা ভাইয়া? পশুপাখির জন্য কি কি আসে?

উত্তরদাতা:পাখির জন্য এইযে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন

প্রশ্নর্কতা:অক্সি?

উত্তরদাতা:হ্যা। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। এটা পেনিসিলিন, অক্সি ডক্সিসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপেরই।

প্রশ্নর্কতা: অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, রেনামাইসিন এবং ডক্সিসাইক্লিন। এইযে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, রেনামাইসিন, ডক্সিসাইক্লিন এগুলো কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা: অক্সিটেট্রাসাইক্লিন হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা: টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের। কিন্তু জেনেরেশন কোনটা?

উত্তরদাতা:এটা জেনেরেশন নাই।

প্রশ্নর্কতা:জেনেরেশন নাই?

উত্তরদাতা:হ্যা। টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের এগুলি। এই রেনামাইসিনও টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতা: টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপ ঐযে পেটের সমস্যার জন্য।

প্রশ্নর্কতা পেটের সমস্যা।

উত্তরদাতা:ফুড

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:পেটের পেইন না ঠিক। এবডোমেন পেইন না। এবডোমেন ইয়া বলে। পাতলা পায়খানা হয়না? পেটের সমস্যা

প্রশ্নর্কতা:ডায়রিয়া

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া বা এই টাইপের এর সাথে স্যালাইন আমরা ইউজ করি। মানুষের যেমন টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করি। যদিও এখন

প্রশ্নর্কতা:ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে অনেক কথা বললাম। আশা করি এই তথ্যগুলি আমাদের গবেষনাকে অনেক সমৃদ্ধ করবে। আমরা যে আপনার এতক্ষন সময় নিলাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।
আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনিও ভালো থাকবেন।

----------oooooooooooooooooo----------